এই প্রকৃতির আমলাতন্ত্র আদৌ ছিল কিনা।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি
(Marxian Concept of Bureaucracy)

মার্কসের চিন্তার উৎস (Origin of Marx's Idea)

A Dictionary of Marxist Thought-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখক বলেছেন যে মার্কস তাঁর সমকালে ব্রিটেন ও জার্মানিতে আমলাতন্ত্রের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই প্রেক্ষিতে তিনি এর একটি লেখাচিত্র আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য হলেও আমরা মনে করি যে এটি অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। পণ্ডিতেরা বলেন যে উনিশ শতকের চারের দশক থেকে মার্কস আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাজ শুরু করেছিলেন। ১৮৪০ থেকে শুরু করে পরের চার/পাঁচ বছর ধরে মার্কস প্রাশিয়ার প্রশাসন বিশ্লেষণে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন এবং এই প্রশাসনে তিনি আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য ও ব্যাপারটি সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার থেকে জনপ্রশাসনে আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন। শুধু তাই নয় প্রাশিয়া ও ব্রিটেনের জনপ্রশাসনে আমলাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তাঁকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। এই সমস্ত প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে মার্কস bureaucratic phenomenon নামে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হল প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে আমলাতান্ত্রিক। এর বাইরে আর একটি উৎসের উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মার্কস তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলিতে হেগেলের প্রসঙ্গ টেনেছেন। হেগেল *Philosophy of Right* নামক গ্রন্থে রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র হল একটি বিমূর্ত ধারণা (abstract concept) সমাজবিবর্তন ও চরমভাবনার বিকাশের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্র উপস্থিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল পুরসমাজ। রাষ্ট্র ও পুরসমাজের প্রশাসনে এক শ্রেণির কর্মচারী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং তাঁরা হলেন আমলাতন্ত্র। কিন্তু হেগেল আমলাতন্ত্রের কাজ ও বিকাশ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন মার্কস সে সম্বন্ধে সহমত পোষণ করতে পারেননি। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর নিজের মত ব্যক্ত করেছেন।

মার্কসের মতে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব (Marx's View on Origin of Bureaucracy)

মার্কস ও এঙ্গেলস সরাসরি আমলাতন্ত্রের নানাদিক নিয়ে আলোচনা না করলেও পুঁজিবাদের বিকাশ এবং তাঁদের সমকালে ব্রিটেন ও অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশের (বিশেষ করে ফ্রান্সের) রাষ্ট্র-প্রশাসনের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে আমলাতন্ত্র হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রিক কাঠামোর একটি যন্ত্রবিশেষ যার সাহায্যে পুঁজিবাদের প্রতিভূরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের অনুকূলে পরিচালিত করে। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন মনে করতেন যে বর্তমানে (তাঁদের আমলে) যে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় তা সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদের বিকাশের ফসল ছাড়া অন্যকিছু নয়। কারণ পুঁজিবাদী কাঠামো ও শোষণকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন এমন এক প্রশাসন যন্ত্র যা পুঁজিপতিদের অনুকূলে কাজ করবে ও শ্রমিকশ্রেণি এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের কাজে সাহায্য করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আগে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল তার পরে এসেছে রাষ্ট্র এবং সবার শেষে এসেছে আমলাতন্ত্র। মার্কস এবং এঙ্গেলস আরও লক্ষ করেছিলেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বণ্টন বেসরকারি মালিকানার ওপর ন্যস্ত থাকে এবং এই দুটি কাজকে সুসংহত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসন যন্ত্র/প্রশাসনিক কাঠামো। কারণ পুঁজিপতিরা লক্ষ করেছিলেন যে কেবল শ্রমিক ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মিলনে উৎপাদন হলেও উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও অন্যান্য দিক পরিচালনের জন্য একশ্রেণির দক্ষ প্রশাসকের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তা কেবল আমলাতন্ত্রের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমলাতন্ত্রের আবির্ভাবের (উদ্ভবের) পেছনে একটি স্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কাজ করেছে। পুঁজিবাদের বিকাশ রাষ্ট্রের জন্ম ও পুঁজিপতিদের আর্থনীতিক স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদ। এসব কিছু একত্রিত হয়ে আমলাতন্ত্রের উদ্ভবকে বাস্তব সত্যে পরিণত করেছে।

মার্কসীয় আমলাতন্ত্রের স্বরূপ (Marx on Nature of Bureaucracy)

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের নানা লেখায় আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে যেসব বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন সেগুলিকে একত্রিত করে আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সংহত তত্ত্ব বানানো যায় যার থেকে বেরিয়ে আসে মার্কসীয় আমলাতন্ত্রের স্বরূপ।

(১) মার্কস সবসময় রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র (state bureaucracy) কথা দুটি ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তিনি (এবং তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস) কখনও আমলাতন্ত্রকে বুর্জোয়া রাষ্ট্র থেকে আলাদা কোনো কাঠামো/ব্যবস্থা বলে মনে করেননি। অর্থাৎ প্রশাসনিক যন্ত্র বা কাঠামো হিসেবে আমলাতন্ত্রের আলাদা অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে আমলাতন্ত্র হল রাষ্ট্রের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই হিসেবে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের কাজ ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত।

(২) মার্কস লক্ষ করেছিলেন যে তাঁর আমলে ইউরোপের কোনো কোনো দেশে উদারপন্থী শাসনব্যবস্থা এবং কোথাও বা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ছিল। কিন্তু উভয়প্রকার শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বিরাজ করত। কারণ অভিজ্ঞ আমলা ব্যতিরেকে প্রশাসন যন্ত্রকে সচল করে রাখা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল। এই কারণে মার্কস উদারনীতিক আমলাতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র এই দুই নামে অভিহিত করেছিলেন। তবে নাম আলাদা হলেও আমলাতন্ত্রের যে কাজ তা দুপ্রকার রাষ্ট্রে আলাদা ছিল না।

(৩) *The Eighteenth Brumaire and Louis Bonaparte* বইতে মার্কস আমলাতন্ত্রের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমলাতন্ত্র হল : an enormous bureaucratic and military organisation with its elaborately stratified and ingenious state machinery and a horde of officials numbering half a million alongside an army of another half million thus dreadful parasitic substance which envelops the French society like a caul and chokes all its pores. মার্কস তাঁর সময়ে ফ্রান্সে আমলাতন্ত্রের যে স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা সুন্দরভাবে লিখে গেছেন। তাঁর মতে ফ্রান্সের শাসক লুই বোনাপার্টির রাজত্বে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ছিল বিপুল পরিমাণ এবং এরাই সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের আর এক নাম হল আমলাতন্ত্র এবং সেই কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র কথা দুটি ব্যবহার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সমস্ত স্তরেই আমলাতন্ত্র পরিব্যপ্ত। উপরিউক্ত বইতে তিনি আমলাতন্ত্রকে দুটি মুখ্য শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। একটি শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকত প্রশাসনিক ক্ষমতা যাকে আজকালকার দিনে আমরা উচ্চপদস্থ আমলা নামে অভিহিত করে থাকি। এর পরেই থাকত অসংখ্য সাধারণ কর্মচারী যারা প্রশাসনের দিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয় হলেও পদের/মর্যাদার ব্যাপারে

খুব মান্যতা দাবি করতে পারত না। মার্কস উপরিউক্ত বইতে একটি মারাত্মক মন্তব্য করেছেন। সমস্ত শ্রেণির কর্মচারীকে নিয়ে যে আমলাতন্ত্র তাকে তিনি একটি dreadful parasitic substance বলেছেন। সমাজের পক্ষে এরা পরগাছা ছাড়া অন্যকিছু নয়। এই জাতীয় মন্তব্য করার পেছনে বিস্তর যুক্তি মার্কসবাদীরা খুঁজে বের করেছেন। মার্কস মনে করতেন (এবং তাঁর অনুগামীরা আজও মনে করেন) যে আমলারা পরগাছা ছাড়া অন্য কিছু নয় কারণ তাঁরা সমাজের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে নিয়োগ করে। অন্যদিকে গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ যে চরম দারিদ্র্য এবং বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তারা আমলাতন্ত্রের কাজ থেকে কোনো প্রকার উপকার পায় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পুঁজিপতিদের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মার্কস তাঁর সমকালের ফ্রান্সের আমলাতন্ত্রকে কেবল পরগাছা (parasite) বলেননি এই পরগাছা ছিল ভয়ংকর। শোষণের ব্যাপারে এটি ছিল সিদ্ধহস্ত।

আমলাতন্ত্র শোষণের হাতিয়ার (An Instrument of Exploitation)

আগেই বলা হয়েছে মার্কস আমলাতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র নামে চিহ্নিত করেছিলেন। এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তিনি একে রাষ্ট্রের একটি যন্ত্র বা হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণি তার নিজের প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাষ্ট্র মানে তার বিশাল আমলাতন্ত্র যার মধ্যে সরকারি কর্মচারী ছাড়াও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা থাকে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পুরপ্রশাসন ও সামরিক প্রশাসন এক জায়গায় মিলিত হয়ে রাষ্ট্রকে শাসন ও শোষণ করে। হেগেলের (১৭৭০-১৮৩০) *Philosophy of the State* (Right)-এর সমালোচনায় মার্কস লিখেছেন : The bureaucracy has the essence of the state. আমলাতন্ত্রকে রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা অনুচিত। রাষ্ট্রকে বুর্জোয়ারা সরাসরি পরিচালিত করতে পারে না। এই কাজটি তারা সামরিক বাহিনী ও আমলাশ্রেণির দ্বারা করে। সেই অর্থে মার্কসীয় ধারণায় আমলাতন্ত্র হল একপ্রকার যন্ত্র। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে হেগেল রাষ্ট্রকে চরম ভাবনা/আদর্শের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সে কারণে আমলাতন্ত্রের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কোনো ভূমিকাই ছিল না। তবে হেগেল মনে করতেন যে পুরসমাজ পরিচালনার জন্য আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যাইহোক, মার্কস এসে ঘোষণা করলেন যে রাষ্ট্র হল ক্ষমতাবান শ্রেণির হাতে দুর্বল শ্রেণিকে সংযত ও শোষণ করার হাতিয়ার এবং এ কাজটি আমলাতন্ত্র করবে। হেগেল মনে করতেন যে আমলাতন্ত্রের লক্ষ্য সর্বজনীন/বিশ্বজনীন। সংকীর্ণ স্বার্থকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপার নিয়ে আমলাতন্ত্র নিজেকে ব্যস্ত করে রাখে না। পক্ষান্তরে, মার্কস এসে বললেন যে আমলারা ভালো করে জানে কার স্বার্থ কোথায় কীভাবে নিহিত এবং তা জেনে আমলারা কাজ করে। হেগেলীয় ধারণার সমালোচনায় মার্কস বলেছেন সমস্ত তথ্যের কারচুপি করার ব্যাপারে আমলাতন্ত্র খুবই ওস্তাদ এবং ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য আমলাতন্ত্র যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতার বিচারে তাকে সমর্থন করা যায় না।

আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ নয় (Bureaucracy is not Neutral)

যে-কোনো দেশের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আজকাল প্রায়শই বলা হয় (এবং ওয়েবার বলতেন) যে আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু মার্কস ও তাঁর অনুগামীরা এই মত সমর্থন করেননি, উল্টে তাঁরা বলেন যে শ্রেণিবিশেষের স্বার্থরক্ষার কাজে আমলাতন্ত্র বিশেষভাবে সচেষ্ট। জনৈক সমালোচকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য নিম্নরূপ : According to Marx the bureaucracy is a bearer of private interests and a reinforcer of the spirit in society as a whole. It is precisely by reinforcing such privatism or particularism of the society that the bureaucracy may claim a monopoly of the "public spirit" and consequently a monopoly of the public resources.[১] এই একটি মাত্র মন্তব্যে স্পষ্ট যে আমলাতন্ত্র কদাপিও নিরপেক্ষ থেকে জনপ্রশাসন পরিচালনা করে না এবং এর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনি বা যুক্তি প্রচলিত আছে সেগুলিকে নিঃসন্দেহে গল্পকথা (myth) নামে গণ্য করা চলে। পুঁজিবাদী শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজে আমলাতন্ত্র যে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না এবং থাকা যে একেবারে সম্ভব নয়, তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ থেকে স্পষ্ট। নিরপেক্ষ যে কেন নয় তার প্রধান কারণ হল আমলারা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি থেকে আসেন এবং সে কারণে ক্ষমতা হাতে এলে আমলাশ্রেণির প্রধান কাজ হল যে শ্রেণি/শ্রেণিগুলিকে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন সেই শ্রেণির স্বার্থ সুরক্ষিত করে চলা। *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*,

the German Ideology এবং হেগেলের *The Philosophy of Right* গ্রন্থের সমালোচনায় মার্কস নানা উদাহরণ দিয়ে এটি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে গেছেন।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি (Recent Picture)

আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা নিয়ে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে এবং এই সমস্ত অনুসন্ধানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল রালফ্ মিলিব্যান্ড (Ralph Miliband)-এর *The State in Capitalist Society : The Analysis of the Western System of Power* (1973) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিলিব্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রশাসন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নানা দিক পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন। যে আমলাদের অন্যতম/প্রধান কাজ হল রাজনীতিবিদগণ যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন সেগুলিকে কার্যকর করা। সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগে যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকেন তাঁরা কেউই নিরপেক্ষ নন এবং তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে যে সমস্ত কথা প্রচার করা হয় সেগুলির কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। বিশ্বের নানা উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের হালহকিকত বিশ্লেষণ করে মিলিব্যান্ড এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে আমলাদের কোনো বিশেষ মতাদর্শের প্রতি দুর্বলতা থাকবেই এবং সেটাই স্বাভাবিক বলে সবাই মনে করেন। শ্রেণিশাসন ও উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে আমলাতন্ত্রকে মার্কস চিহ্নিত করেছিলেন। মিলিব্যান্ড তাঁর উপরিউক্ত বইতে নানা উদাহরণ দিয়ে তা প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতে উচ্চপদস্থ আমলারা সামাজিক, রাজনীতিক ও অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত-গ্রহণে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। আমরা মনে করি যে মার্কসের আমলে আমলাতন্ত্রের পক্ষপাতমূলক আচরণের যে ভূমিকা ছিল এবং শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের হাতিয়ার হিসেবে যে কাজ করত আজও তা বহাল আছে, তবে পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হল মার্কসের সময় শ্রমিকশ্রেণি ও সাধারণ মানুষ এমন ঐক্যবদ্ধ ছিল না আজকের দিনে তারা যেমন হয়েছে। কেবল উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নয়, উন্নয়নশীল দেশেও আমলাতন্ত্র কোনো কোনো সময় শ্রেণিশাসনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে মার্কসের ধারণা আজ ভুল প্রমাণিত হয়নি।

আমলাতন্ত্র রক্ষণশীল (Bureaucracy is Conservative)

মার্কস সাধ্যমতো তাঁর সময়কার পুঁজিবাদী দেশগুলির আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে আমলারা বিদ্যমান আর্থনীতিক-রাজনীতিক কাঠামো অক্ষত রাখার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন এবং সমস্ত প্রকার উপায়ের শীর্ষে অবস্থান করে দক্ষতা, প্রশাসনিক কৌশল ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণির বৈপ্লবিক আন্দোলন পর্যুদস্ত করে ফেলা। কারণ আমলাতন্ত্রের মনে এই প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত যে শ্রমিকশ্রেণি যদি বিদ্যমান কাঠামোকে ভেঙে ফেলে তাহলে তাদের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমলাতন্ত্রের এই চরিত্র সম্বন্ধে মার্কস অবহিত ছিলেন বলে মিলিব্যান্ডসহ একাধিক মার্কসবাদী চিন্তাবিদ দাবি করেছেন এবং মিলিব্যান্ডের নিম্নোক্ত মন্তব্যে তা স্পষ্ট : Top civil servants in these countries (in USA Britain and other advanced capitalist countries) are not simply conservative in general, they are conservative in the sense that they are, within their allotted sphere the conscious or conscious allies of existing economic and social elites. (Miliband, p. 110-111). আমলাতন্ত্রের রক্ষণশীলতা বা প্রগতি বিরোধিতাকে মিলিব্যান্ড (পৃ. ১১০) অন্য দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আমলাতন্ত্র যে, যে-কোনো সমাজব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় তা নয়, একমাত্র সেই সমাজ রক্ষা করতে আগ্রহী যে সমাজে আমলারা সুযোগসুবিধা বেশি পরিমাণে পায় এবং তাদের স্বার্থের অনুকূলে। আমলাতন্ত্র যাতে একাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করতে পারে তার জন্য ব্যাপক ও নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং শোষণবাদী পুঁজিতান্ত্রিক শিক্ষা প্রদানের বিস্তারিত প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে অনুসৃত হয়। মার্কসের আমলে ফ্রান্সে ও রাশিয়ার এই ব্যবস্থা ছিল বলে তাঁর লেখা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই তিনি মনে করতেন যে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করতে হলে দরকার আমলাতন্ত্রের বিলোপসাধন।

আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে আঁতাত (Nexus between Bureaucracy and Military)

মার্কস ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার নানা দিক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে অন্যতম হল আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক/আঁতাত গড়ে ওঠে বা শাসকগোষ্ঠী নিজের প্রয়োজনে সেই আঁতাত প্রস্তুত করে। মার্কস এই আঁতাতের নানা দিক বিশ্লেষণ করেননি। তবে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে ফ্রান্সের প্রশাসনিক স্তরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই আঁতাত সক্রিয় অবস্থায় বিরাজমান। *The*

Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte গ্রন্থে তিনি এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আঁতাত গড়ে তোলার পেছনে যে কারণটি সক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করত তা হল কেবল আমলাতন্ত্রকে দিয়ে পুঁজিবাদী শাসন সুরক্ষিত করা সম্ভব নয়। জনপ্রশাসনের নানা দিক নিয়ে আমলাতন্ত্র ব্যস্ত থাকবে এবং শ্রমিকদের শোষণ করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার নিত্যনতুন কৌশল তারা উদ্ভাবন করবে। কিন্তু শ্রমিকেরা তাদের ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের জন্য যখন মারমুখী আন্দোলনের পথ ধরবে তাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা থাকা চাই। অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণিকে জব্দ করা দরকার, কিন্তু, বুর্জোয়া শাসকরা উপলব্ধি করেছিল যে রাষ্ট্র প্রশাসনের দুটি দিক—সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র—যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে শ্রমিকশ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণে ফ্রান্সের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়াটি বানিয়ে গেছে। পুঁজিবাদী শাসন কায়েম করতে হলে উভয়ের মধ্যে একটি আঁতাত গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* বইতে মার্কস এই আঁতাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। কারণ তিনি লক্ষ করেছিলেন যে তাঁর সময়ে এই আঁতাত যে কেবল স্পষ্ট ছিল তা নয় সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে কুক্ষিগত করে ফেলেছিল।

আঁতাত ধ্বংস করতে হবে (Entente is to be Destroyed)

আঁতাত যে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী তা মার্কস সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি একে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। ১৮৭১ সালের ১২এপ্রিল তিনি কুগেলমানকে (Kugelman) এক চিঠি দেন। সেই চিঠিতে তিনি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা বলেন। তিনি লিখেছেন : I say that the next attempt of the French Revolution will be no longer, as before, to transfer the bureaucratic military machine from one hand to another, but to smash it, and this is the preliminary condition for every real people's revolution on the continent. And this is what our heroic party comrades in Paris are attempting. মার্কস লক্ষ করেছিলেন যে ফ্রান্সে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যে গাঁটছড়া তৈরি হয়েছিল তা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তার নেতৃত্বে বা পরিচালনায় ছিল বুর্জোয়া বা এলিট শ্রেণির লোকেরা। অতীতে যে দেশে যত বিপ্লব হয়েছে সেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর আঁতাতকে এক শ্রেণির লোকের হাত থেকে নিয়ে অন্য শ্রেণির হাতে দেওয়া। মার্কস তা পছন্দ করেননি। কারণ এই জাতীয় হস্তান্তরের ফলে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি আসেনি। সুতরাং মার্কস মনে করতেন যে এর পরে ফ্রান্সে যে বিপ্লব আসবে তার প্রধান কাজ হবে আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার আঁতাত অক্ষুণ্ণ রাখা নয়, ধ্বংস (smash) করে ফেলা। আগেই আমরা বলেছি যে মার্কস এবং পরে তাঁর অনুগামীরা আমলাতন্ত্রকে শোষণ ও শাসনের এক জবরদস্ত অস্ত্র হিসেবে দেখতেন। ফরাসি দেশের প্রশাসনিক কাঠামো পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে কেবল আমলাতন্ত্র নয় এর সঙ্গে সামরিক বিভাগকেও যুক্ত করা হয়েছে। মার্কসের মূল্যায়ন যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ শতকের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রশাসনের দিকে তাকালে।

কীভাবে ধ্বংস করা হবে? (How it is to be Destroyed?)

মার্কসের বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁর সমালোচকগণ কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন। যেমন *The Eighteenth Brumaire*-এ মার্কস আমলাতন্ত্রের বিলোপসাধনের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। অন্য দিকে *The Critique of Gotha Programme*-এ তিনি সমাজবাদ স্থাপনকে পর্যায়ক্রমিক করেছেন। অর্থাৎ পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধনের অব্যবহিত পরেই সমাজবাদ স্থাপিত হবে না। অর্থাৎ বিশুদ্ধ আকারের সমাজবাদ আসতে অনেক বিলম্ব হবে। পুঁজিবাদের ধ্বংস হয়ে গেলে সমাজবাদের প্রাথমিক স্তর আসবে এবং এই স্তরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকবে এবং সমাজবাদীরা পুঁজিবাদের সেই সমস্ত উপাদান গ্রহণ করবে যেগুলি সমাজবাদী সমাজ গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল আমলাতন্ত্র। সুতরাং রাতারাতি আমলাতন্ত্রের বিলোপসাধন যে সম্ভব নয় তা মার্কস ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা বলতে পারি যে আমলাতন্ত্রের বিলোপসাধনের ব্যাপারে মার্কস কিছু পরিমাণে ক্রমান্বয়বাদের (gradualism) প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মার্কস জানতেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অবসান ঘটলেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন হবে না। সুতরাং তাদের মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদী অস্ত্র যাদের মধ্যে অন্যতম হল আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও আইন। সমাজবাদীরা এদের সাহায্য অবশ্যই নেবে কিন্তু নেওয়ার সময় সতর্ক থাকবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের সমর্থকরা কোনো অবস্থায় পুনরায় যেন শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে। তা ছাড়া সমাজবাদী

ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে পুঁজিবাদী আইন ও কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা থাকায় এগুলিকে রাখতে হবে। কিন্তু লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়া আইন যেন সমাজবাদের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে এই মন্তব্য করে সমালোচকগণ বলেন, মার্কস কোনো ইউটোপীয় ভাবনার শিকার হননি। আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলার ব্যাপারে মার্কসের চিন্তাধারার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তিনি নৈরাজ্যবাদীদের (anarchists) মতো হঠাৎ করে আমলাতন্ত্র এবং বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপসাধনের কথা বলেননি। তিনি তা ভালো করে জানতেন বলে *Critique of Gotha Programme*-এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে সমাজতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগের কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন যে শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্থায়ী বিপ্লবের মাধ্যমে খাঁটি সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ স্থাপিত হবে এবং তখনই বুর্জোয়া আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটবে। মার্কস অবশ্য বিষয়টি এত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেননি যা লেনিন তাঁর *State and Revolution* বইতে করেছেন।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে লেনিন (Lenin on Bureaucracy)

লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) তাঁর কালজয়ী বই *The State and Revolution*-এ আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (নির্বাচিত রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড)। তিনি আমলাতন্ত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—একটি হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার আমলাতন্ত্র যা শোষণ ও পীড়নের হাতিয়ার এবং অন্যটি হল সমাজবাদী সমাজের আমলাতন্ত্র যা জনপ্রশাসনের একটি উপায় বা যন্ত্র। লেনিন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করার কথা বলেছেন। সব জায়গায় ও সম্পূর্ণরূপে আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলাই হল ইউটোপীয় চিন্তা। এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তিনি আমলাতন্ত্রের উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিলেন। প্রশ্ন হল কোন্ আমলাতন্ত্রকে কীভাবে ধ্বংস করতে হবে? এর উত্তর তিনি দিয়েছেন। বুর্জোয়া শাসনের যে আমলাতন্ত্র প্রগতিবিরোধী ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করার অস্ত্র হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করত সেই আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে এবং তা করা কোনোভাবেই ইউটোপীয় নয়। (But to smash the old bureaucratic machine at once and to begin immediately to construct a new one that will permit us to abolish gradually all bureaucracy—this is not